WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
PURTA BHAWAN, (2ND FLOOR), BLOCK -DF, SECTOR - I,
SALTLAKE, KOL- 700 091.
Email: wbhrc8@bsnl.in
Website: www.wbhrc .nic. in

No. 803/WBHRC/Comp/938/14-15 Date: 30.1.15

শ্রীমতি শুভা দত্ত,
মাননীয় সম্পাদক,
বর্তমান প্রাঃ লিমিটেড

মাননীয় মহাশয়া,

কমিশনের নির্দেশক্রমে গত ২৮-০১-২০১৫ তারিখে প্রচারিত '১৬টি অভিযোগের তদন্তভার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে সঁপে দিল জাতীয় সংস্থা, জল্পনা - এই খবরটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিতে অনুরোধ জানাই। পরিসংখ্যানগতভাবে খবরটি সঠিক নয়। কারন গত ০১-০৪-২০১৪ থেকে ২৮-০১-২০১৫ এই সময়কালে ৪৩টি অভিযোগপত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সমর্পণ করেছে।

দ্বিতীয়ত : কোন সংগঠন বা তার স্বঘোষিত কর্মকতা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে বয়কট করেছে এমন কোন ঘটনা বা তথ্য কমিশনের কাছে জানা নেই।

তৃতীয়ত : জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোন অভিযোগপত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিশনকে 'সেকসন-১৩ সাব সেকসন-৬ দি প্রোটেকসান অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ অনুযায়ী ট্রান্সফার করে দেয় ডিসপোজাল এর জন্য। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন কি ভাবে সন্মানপ্রাপ্ত হলো তা বোঝা গেলোনা।

চতুর্থত : আপনার অবগতির জন্য জানাই যে ৪৩টি অভিযোগ পত্র আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং কগনিজেন্স নেওয়া হয়েছে। সংশোধনীটি অনতিবিলম্বে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানাই। প্রতিলিপি আপনার অবগতির জন্য জানানো হল।

নিবেদক-
সুজয় কুমার হালদার
বিশেষ সচিব
রাজ্য মানবাধিকার কমিশন

তাং : ৩০-০১-২০১৫

Barlaman
dt- 28/1/2015

১৬টি অভিযোগের তদন্তভার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে সঁপে দিল জাতীয় সংস্থা, জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত কয়েক মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শাসনের আওতায় রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের ঘটনা নিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এসব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল নালিশ ঠুকেছিল সরাসরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে। বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ার পর গত প্রায় এক বছর ধরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানানো বন্ধ করে দিয়েছে এই সব সংগঠন। রাজ্য কমিশনকে তারা 'বয়কট' করে চলেছে এখনও। কিন্তু তাদের সব আশায় কার্যত জল ঢেলে অন্তত ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের তদন্তের ভার রাজ্য সংস্থার কাছেই সঁপে দিয়েছে জাতীয় কমিশন। তবে এই অভিযোগগুলি নিয়ে রাজ্য কমিশন এখনও পর্যন্ত ঠিক কী ভূমিকা নিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে জাতীয় কমিশনের এহেন পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

কমিশন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জাতীয় কমিশনের 'ফরওয়ার্ড' করে দেওয়া এই অভিযোগগুলি নিয়ে সেভাবে নড়েচড়ে বসেনি রাজ্য সংস্থা। তবে দু-তিনটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক রিপোর্ট তলব করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের। পাশাপাশি কমিশনের কর্তারা জাতীয় কমিশনের এভাবে অভিযোগ ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার বিষয়টিকে রাজ্য সংস্থার উপর তাদের আস্থাজ্ঞাপন হিসাবেই দেখতে চাইছেন। রাজ্যের মানবাধিকার সংগঠন বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে তাঁদের সংস্থার উপর অনাস্থা দেখিয়ে চলেছে, তা যে সঠিক নয়, জাতীয় কমিশনের এহেন পদক্ষেপকে তাঁরা সেই পালটা প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে তুলে ধরতে চান। কিন্তু জাতীয় কমিশন থেকে পাঠানো অভিযোগগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ঢিলেমির মনোভাব কেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনও মন্তব্য তাঁরা করতে চাননি।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাছে অবশ্য জাতীয় কমিশনের এভাবে অভিযোগ ফরওয়ার্ড করে পাঠানোর খবর অজ্ঞাত ছিল। এই তথ্য জানা মাত্র অবশ্য তাদের প্রতিক্রিয়ায় চিন্তা ও হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। অন্যতম সংগঠন এপিডিআর-এর রাজ্য সহ সভাপতি রঞ্জিৎ শূর মঙ্গলবার একথা শুনে বলেন, যে কারণে আমরা রাজ্য কমিশনকে বয়কট করে চলেছি, তা অর্থহীন করে দিল জাতীয় সংস্থা। আমরা গত কয়েক মাসে অন্তত গোটা কুড়ি অভিযোগ দায়ের করেছি জাতীয় কমিশনে। অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তিও অনেক অভিযোগ করেছে। একমাত্র মেট্রো রেলে শৌচালয় না থাকা এবং কোরবান শা মামলায় অভিযোগ গ্রহণের সবুজ সংকেত পাওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রেই জাতীয় কমিশনের তরফে সাড়া মেলেনি এ পর্যন্ত। এখন বোঝা যাচ্ছে, জাতীয় কমিশন সম্ভবত এগুলি রাজ্য সংস্থার ঘাড়েই বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ভুক্তভোগী মানুষ কতটা সুবিচার পাবে, তা নিয়ে ধন্দ থেকেই যাবে।

জানা গিয়েছে, জাতীয় সংস্থা থেকে ফরওয়ার্ড হয়ে আসা নয়, রাজ্য কমিশন সম্প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুটি ঘটনায় অবশ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করেছে। যদিও বিভাগীয় তদন্তেও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। অভিযুক্তদের জন্য শাস্তির সুপারিশ করলেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ভুক্তভোগীদের কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ অবশ্য কমিশন দেয়নি রাজ্য সরকারকে। প্রথা অনুযায়ী কোনও ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, সরকারের তরফে ভুক্তভোগীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিদান দিয়ে থাকে জাতীয় বা রাজ্য কমিশন। সংশ্লিষ্ট দুটি ক্ষেত্রে রাজ্য সংস্থা কেন তা করেনি, তার কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। একইভাবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশ বা জেল কর্মীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন সুপারিশের আগেই বিভাগীয় তদন্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ায় তাদের প্রশংসা করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের মান্যতা দিলেও ক্ষতিপূরণের নিদান দেয়নি রাজ্য সংস্থা। দিন কয়েক আগে কোরবান শা এবং সাত্তোরের পুলিশ-তৃণমূলের যুগলবন্দিতে নারী নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন। এখন এই দুটি বহু আলোচিত নারকীয় নির্যাতনের ঘটনার ব্যাপারে কমিশন দোষীদের শাস্তির পাশাপাশি ভুক্তভোগী বা তাদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করে কি না, সেটাই দেখার।